



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা



৩৯ বর্ষ ৮ম সংখ্যা

ওয়েবসাইট : du.ac.bd/du_barta

১৬ ভাদ্র ১৪৩২, ৩১ আগস্ট ২০২৫

ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন ৯ সেপ্টেম্বর



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন আগামী ৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনে ৪৭০ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

পদভিত্তিক প্রার্থী সংখ্যা: সহ-সভাপতি (ভিপি): ৪৪ জন, সাধারণ সম্পাদক (জিএস): ১৯ জন, সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস): ২৫ জন, মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক: ১৭ জন, কমনরুম, রিডিংরুম ও ক্যাফেটেরিয়া সম্পাদক: ১১ জন, আন্তর্জাতিক সম্পাদক: ১৪ জন, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক: ১৯ জন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক: ১২ জন, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক: ৯ জন, ক্রীড়া সম্পাদক: ১৩ জন, ছাত্র পরিবহন সম্পাদক: ১২ জন, সমাজসেবা সম্পাদক: ১৭ জন, স্বাস্থ্য ও

পরিবেশ সম্পাদক: ১৫ জন, মানবাধিকার ও আইন বিষয়ক সম্পাদক: ১১ জন, ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট সম্পাদক: ১৫ জন, সদস্য পদ: ২১৭ জন।

নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারে উচ্চপর্যায়ের সভা ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ক্যাম্পাসের সার্বিক নিরাপত্তা ও ভোট কেন্দ্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের এক বিশেষ সভা গত ২৫ আগস্ট ২০২৫ উপাচার্যের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান সভায় সভাপতিত্ব করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন ডাকসু ও হল সংসদ (পৃষ্ঠা ২ কলাম ১)

ঐতিহাসিক জুলাই আমাদের মধ্যে যে বৃহত্তর ঐক্য তৈরি করেছে, তা টিকিয়ে রাখতে হবে- উপাচার্য



উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান জুলাই যোদ্ধাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছেন, ঐতিহাসিক জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আমরা একটি বৃহত্তর ঐক্যের মঞ্চ তৈরি করতে পেরেছিলাম। স্কুল, কলেজ, পাবলিক-প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষার্থী, বিভিন্ন পেশাজীবী, রিস্রাজালক, গার্মেন্টস শ্রমিকসহ সবাই সেদিন ঐক্যবদ্ধভাবে মাঠে ছিলেন। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের চেতনা ধারণ করে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে এই ঐক্য ধরে রাখতে হবে। বিজ্ঞান অনুযায়ের উদ্যোগে গত ৩ আগস্ট ২০২৫ অনুযায়ের কনফারেন্স রুমে ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ২০২৪: জাগরণের এক নতুন অধ্যায়’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকে উপজীব্য করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক সেমিনার আয়োজন সংক্রান্ত কমিটির আহ্বায়ক প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর

(শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদের সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সাইমা হক বিদিশা বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। সিন্ডিকেট সদস্য ও রসায়ন বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. তাজমেদী এস এ ইসলাম মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

বিজ্ঞান অনুযায়ের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম স্বাগত বক্তব্য দেন। রসায়ন বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. ফরিদা বেগম এবং পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আমিনুল ইসলাম তালুকদার আলোচনায় অংশ নেন। পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষার্থী ফারিয়া আক্তার এবং গণিত বিভাগের শিক্ষার্থী মো. দেলোয়ার হোসেন স্মৃতিচারণ করেন। ফলিত গণিত বিভাগের অধ্যাপক ড. তানিয়া শরমিন খালেক অনুষ্ঠান সম্বলন করেন। (পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪)

প্রথম বর্ষ আভারথ্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ৩৪০টি শূন্য আসন পূরণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষ আভারথ্যাজুয়েট প্রোগ্রামে বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের ৩৪০টি শূন্য আসন পূরণ করা হয়েছে। গত ৩ আগস্ট ২০২৫ অনুষ্ঠিত ডিনস কমিটির এক জরুরি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এসব শূন্য আসন পূরণ করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান সভায় সভাপতিত্ব করেন।

উল্লেখ্য, ২০২৪-২০২৫ সেশনে প্রথমবর্ষ আভারথ্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পরও কয়েকটি ইউনিটে কিছু আসন শূন্য ছিল। ডিনস কমিটির জরুরি সভার সিদ্ধান্ত

অনুযায়ী এসব শূন্য আসন পূরণের জন্য বিশেষ মাইগ্রেশনের সুযোগ দেওয়া হয়। বিশেষ মাইগ্রেশনের মাধ্যমে অপেক্ষমান তালিকা থেকে ৩৪০টি শূন্য আসন পূরণ করা হয়। এর মধ্যে কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটের ১৯১টি, বিজ্ঞান ইউনিটের ১৪৫টি, ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিটের ৩টি এবং চারুকলা ইউনিটের ১টি শূন্য আসন পূরণ করা হয়েছে।

‘অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন পদক’ পেলেন ১১ শিক্ষার্থী

পরিসংখ্যান বিভাগ এবং পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউটের ২০১৭ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত মাস্টার্স পরীক্ষায় ১ম স্থান অর্জনকারী ১১ জন শিক্ষার্থী ‘কাজী মোতাহার হোসেন’ পদক

ঢাবি এবং সরকারি সাত কলেজের মধ্যে সম্মানজনক পৃথকীকরণ

সরকারি সাত কলেজের সকল প্রশাসনিক, একাডেমিক ও আর্থিক দায়-দায়িত্ব এবং ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিচ্ছু আবেদনকারী শিক্ষার্থীদের সকল তথ্য, ছবি ও ভর্তি পরীক্ষা পরিচালনা বাবদ ফি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গত ১৪ আগস্ট ২০২৫ উপাচার্যের সভাকক্ষে এক অনুষ্ঠানে সকল দায়িত্ব ও তথ্য প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসক অধ্যাপক এ কে এম ইলিয়াসের কাছে হস্তান্তর করেন। এর মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরকারি সাত কলেজের সম্মানজনক পৃথকীকরণের কাজ চূড়ান্তভাবে সম্পন্ন হলো।

দায়িত্ব হস্তান্তর অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সাইমা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, বিজ্ঞান অনুযায়ের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদসহ অনলাইন ভর্তি কমিটির আহ্বায়ক, সংশ্লিষ্ট দফতরের কর্মকর্তাগণ এবং কলেজের অধ্যক্ষগণ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরকারি সাত কলেজের সম্মানজনক পৃথকীকরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি প্রস্তাবিত নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক সফলতা কামনা করেন।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ ঢাবির ঐতিহ্য: উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কালো দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভা গত ২৩ আগস্ট ২০২৫ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের (টিএসসি) মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান।

এসময় সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সাইমা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে স্মৃতিচারণ করেন কলা অনুযায়ের সাবেক ডিন ও কারা নির্বাচিত তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. সদরুল আমিন। অনুষ্ঠান সম্বলন করেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ। সভাপতির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এই বিশ্ববিদ্যালয় ঐতিহ্যগতভাবেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিবাদ যখন উচ্চারিত হয়, তখন তা সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি মানুষের গভীর বিশ্বাসেরই প্রতিফলন। ২০০৭ সালের ২৩ আগস্ট স্মরণ করে উপাচার্য সেই সময় আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বকীয়তা ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় আমরা সবসময় দল-মতের উর্ধ্বে উঠে ঐক্যবদ্ধ থেকেছি। এ ঐতিহ্যের দায় আমাদের সবার। ভবিষ্যতেও যদি একই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হয়, ডাক পড়লে আমরা আবারও ঐক্যবদ্ধভাবে তা মোকাবিলা করব। সেনাবাহিনী ও পুলিশকে দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান উল্লেখ করে উপাচার্য আরও বলেন, তারা আমাদের প্রতিপক্ষ নয়। আমরা পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে যার যার জায়গা থেকে দেশের জন্য কাজ করব।

উপাচার্যের জাপান সফর: শিক্ষা ও গবেষণায় নতুন দিগন্তের উন্মোচন



উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান সম্প্রতি জাপান সফর করেন। তিনি গত ২২ জুলাই এহিম বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে জাপান গমন করেন। সফরকালে উপাচার্য এহিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. নিশিনা হিরোসিগে এবং অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে একাধিক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন।

দ্বিপাক্ষিক আলোচনার অংশ হিসেবে উভয় বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যমান শিক্ষা ও গবেষণায় সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে তাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে। এই অংশীদারিত্ব আরও গভীর করার লক্ষ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান “Implementing Water Quality

Monitoring and Purification Technologies to Control Health Risks for Antimicrobial Resistance (AMR) in the Dhaka Metropolitan Area” শীর্ষক যৌথ গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি Collaborative Research Agreement (CRA)-এ স্বাক্ষর করেন। এই প্রকল্পটি জাইকা (JICA) এবং জাপান সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি এজেন্সি (JST)-এর অর্থায়নে পরিচালিত হবে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রধান বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। এই প্রকল্পের বাংলাদেশ অংশে প্রধান গবেষক (Principal Investigator) হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্যবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. আলোয়ার হোসেন। (পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩)

‘জাগ্রত জুলাই’ শীর্ষক কনসার্ট



ঐতিহাসিক জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রথম বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে গত ৫ আগস্ট ২০২৫ রাজ্ ডাক্ষর্য প্রাঙ্গণে ‘জাগ্রত জুলাই’ শীর্ষক এক জমজমাট কনসার্ট অনুষ্ঠিত হয়। জুলাই যোদ্ধাদের সাহসিকতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং ঐক্যের বার্তা দিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই কনসার্ট আয়োজন করে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান কনসার্টের উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। জুলাই জাগ্রত কনসার্ট আয়োজন সংক্রান্ত কমিটির আহ্বায়ক কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সাইমা হক বিদিশা এবং প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে কনসার্ট শুরু হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাড

সোসাইটি, ব্যাড দুর্গ, লালন ও গ্ল্যাক এই কনসার্টে পারফর্ম করে। শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সদস্যরা জমজমাট এই কনসার্ট উপভোগ করেন। কনসার্ট উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশপথগুলোতে বহিরাগত প্রবেশে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী কনসার্ট উপভোগ করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান কনসার্ট উদ্বোধন করে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সব সময় অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। ঐতিহাসিকভাবেই জাতির জন্য সবসময় এই কাজটি করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। অনেক মানুষের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা আজ নতুন বাংলাদেশ পেয়েছি। আনন্দঘন ও মুক্ত পরিবেশে শিক্ষার্থীরা এই কনসার্ট উপভোগ করতে পারছে। সুশৃঙ্খলভাবে কনসার্ট আয়োজনের জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। (পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩)

পর্যায় দলীয় রাজনীতি বিষয়ে গত ৮ আগস্ট শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ১০ আগস্ট ক্যাম্পাসে ক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠনসমূহের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ আলোচনার ধারাবাহিকতায় ক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠনসমূহ, সাধারণ শিক্ষার্থী এবং অন্যান্য অংশীজনের সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ১১ আগস্ট অনুষ্ঠিত এসএমটি সভায় এই কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান এই কমিটি অনুমোদন করেছেন। এই কমিটি ক্যাম্পাসে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রেখে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি চর্চার লক্ষ্যে ক্রিয়াশীল ছাত্র

সংগঠনসমূহ, সাধারণ শিক্ষার্থী এবং অন্যান্য অংশীজনের সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রচলিত ছাত্র রাজনীতির গঠনমূলক ভূমিকা বিষয়ে একটি সমন্বিত রূপরেখা সুপারিশ করবে। কমিটির সদস্যরা হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুযায়ের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান, সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রভোস্ট ড. আব্দুল্লাহ-আল-মামুন, মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. মো. নাজমুল হোসাইন, শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. আলোয়া বেগম এবং আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নাজমুজ্জামান ভূঁইয়া।



শহীদ সার্জেন্ট জহরুল হক হলে সংস্কারকৃত মসজিদ ও নবনির্মিত ডিজিটাল সাইকেল গ্যারেজ উদ্বোধন করা হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মসজিদ ও গ্যারেজ উদ্বোধন করেন।

ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন ৯ সেপ্টেম্বর

(১ম পৃষ্ঠার পর) নির্বাচনের চীফ রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন, রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. গোলাম রব্বানী, প্রষ্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী, সিটি এসবি’র ডিআইজি মীর আশরাফ আলী, ডিএমপির রমনা জোনের ডিসি মো. মাসুদ আলম ও শাহবাগ থানার ওসি মোহাম্মদ খালিদ মুনসুর।

সভায় ক্যাম্পাসে সার্বিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়। নির্বাচন উপলক্ষ্যে ক্যাম্পাসের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা, ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং শিক্ষার্থীদের নির্বিঘ্নে ভোট প্রদান ও সুষ্ঠুভাবে ভোট গণনা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

সাইবার বুলিং প্রতিরোধ ও নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে প্রশাসনের কঠোর পদক্ষেপ

ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা এবং সাইবার বুলিং প্রতিরোধের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) চেয়ারম্যানের কাছে চিঠি পাঠিয়েছে। এতে ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিরাপত্তা মঞ্চ’, ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী সংসদ-১’ ও ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী সংসদ-২’ সহ আরো কয়েকটি চিহ্নিত অনলাইন পেইজ অনতিবিলম্বে বন্ধ করে আগামী ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত

রোবট্টনিক্স ফেস্ট-এর প্রজেক্ট শোকেস প্রতিযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ন



রোবট্টনিক্স ফেস্ট-এর বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের প্রজেক্ট শোকেস প্রতিযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘Turtle Bot’ দল চ্যাম্পিয়ন এবং ‘IHABOT’ দল রানার্স-আপ হয়। গত ৯ আগস্ট ২০২৫ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে ফেস্ট-এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। রোবটিক্স এন্ড মেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ দু’দিনব্যাপী এই ফেস্ট আয়োজন করে।

রোবটিক্স এন্ড মেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারপার্সন ড. সৈঁজুতি রহমানের সভাপতিত্বে সমাপনী অনুষ্ঠানে ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. উপমা কবির এবং উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি (আইডিইএ)-এর প্রকল্প পরিচালক

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান বিষয়ক সেমিনার

উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে “জুলাই ২০২৪: বিপ্লব ও ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থান” শীর্ষক এক সেমিনার গত ২১ আগস্ট ২০২৫ বিভাগীয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিহির লাল সাহার সভাপতিত্বে সেমিনারে জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. এনামুল হক বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের

তা বলবৎ রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়েছে। এছাড়া, গ্রিন ফিউচার ফাউন্ডেশন কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পরিচালিত বিভিন্ন সেবা কার্যক্রম ডাকসু নির্বাচনে প্রভাব ফেলতে পারে বিধায় আগামী ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত সংগঠনটির সব ধরনের কার্যক্রম ও শাটল সার্ভিস ক্যাম্পাসে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থী ও সংশ্লিষ্ট পক্ষ থেকে ক্যাম্পাসে যেসব প্রচারণামূলক বিলবোর্ড/ব্যানার টানানো রয়েছে কিংবা ইতোমধ্যে টানানো হয়েছে, সেগুলো সরিয়ে ফেলতে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। কোনো প্রার্থী বা পক্ষ স্বপ্রণোদিত হয়ে কোনো ধরনের সেবামূলক কাজে অংশ নিতে পারবেন না। সব ধরনের উপটোকন বিলি-বন্টন, আপ্যায়ন, অর্থ সহযোগিতা কিংবা অনুরূপ কার্যক্রম কর্তোরভাবে নিষিদ্ধ থাকবে। এসব কার্যক্রম নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গ বলে বিবেচিত হবে।

প্রার্থীরা ২৬ আগস্ট থেকে ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ রাত ১১টা পর্যন্ত ব্যক্তি অথবা সংগঠনের পরিচয়ে হল কিংবা ক্যাম্পাসে প্রচার কার্যক্রম চালাতে পারবেন। তবে এ সময়েও সামাজিক/আর্থিক/সেবামূলক সহযোগিতা বা কার্যক্রম পরিচালনা, মজলিশ-মাহফিল আয়োজন কিংবা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান/প্রাঙ্গণে প্রচারণা চালানো নিষিদ্ধ থাকবে। এসব কর্মকাণ্ড আচরণবিধি লঙ্ঘন হিসেবে গণ্য হবে এবং ‘নির্বাচন আচরণ বিধিমালা’ ধারা-১৭ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে।

দু’জন শিক্ষার্থীকে ৫০ হাজার টাকার বৃত্তি

সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত দুই বিভাগের দু’জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে এককালীন ২৫ হাজার টাকা করে মোট ৫০ হাজার টাকা ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। ‘মো. মুনিরুল ইসলাম - শামসুন্নাহার বেগম ট্রাস্ট ফান্ড’ থেকে তাদের এই বৃত্তি প্রদান করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গত ৭ আগস্ট ২০২৫ উপাচার্যের সভাকক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন।

বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন– লোক প্রশাসন বিভাগের ১ম বর্ষের শিক্ষার্থী মো. সুবহান আলী হুদয় এবং পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগের ১ম বর্ষের শিক্ষার্থী মো. সিহাব প্রধান। কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. তৈয়েবুর রহমান, দাতা পরিবারের সদস্য ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. নায়িম সুলতানা এবং ট্রাস্ট ফান্ডের দাতা উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. উম্মে রুশরা ফাতেহা সুলতানা উপস্থিত ছিলেন।

৮ শিক্ষার্থীর ‘আয়েশা-আমিরুলন ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি’ লাভ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জীববিজ্ঞান অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগের ৮ জন শিক্ষার্থী ‘আয়েশা-আমিরুলন ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি’ লাভ করেছেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গত ৪ আগস্ট ২০২৫ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ এবং জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. এনামুল হক বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। বাংলাদেশ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র সচিব কাজী রওশন আক্তার স্বাগত বক্তব্য দেন। ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশ আর্থিক অনটন ও অসচ্ছলতার মধ্যে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি প্রদানের কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত প্রোফাইল ও সিভি তৈরির ক্ষেত্রেও এই বৃত্তিপ্রাপ্তির তথ্য উল্লেখ করার মতো বিষয়। এ ধরনের বৃত্তি প্রদান সমাজে ভালো উদাহরণ তৈরি করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সমাজ ও দাতা পরিবারের সম্পর্কে আরও মজবুত করে। যে কোন মূল্যে আমরা এই সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখতে চাই। শিক্ষার্থীরা এই বৃত্তির গুরুত্ব বুঝে সমাজের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন–মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগের ১ম বর্ষের শিক্ষার্থী মো. জাকারিয়া ইসলাম এবং মো. হাবিবুর রহমান, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের ১ম বর্ষের শিক্ষার্থী জিদনী হোসেন বন্যা, প্রাণিবিদ্যা বিভাগের ১ম বর্ষের শিক্ষার্থী আতিয়া সিনহা রশনী, প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের ২য় বর্ষের শিক্ষার্থী মো. শাহরিয়ার সাদিক, মনোবিজ্ঞান বিভাগের ২য় বর্ষের শিক্ষার্থী হাবিবা ইসলাম, অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের ১ম বর্ষের শিক্ষার্থী মায়েরা জান্নাত মিথিলা এবং জিন প্রকৌশল ও জীবপ্রযুক্তি বিভাগের ১ম বর্ষের শিক্ষার্থী আব্দুল মাজেদ বিন সাঈদ।

উল্লেখ্য, পিতা-মাতার স্মৃতি রক্ষার্থে অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র সচিব কাজী রওশন আক্তার ২০২৩ সালে ১০ লাখ টাকা অনুদান দিয়ে এই ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেন। এই ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতি বছর জীববিজ্ঞান অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগের কয়েকজন মেধাবী ও অসচ্ছল শিক্ষার্থীকে এককালীন ৬ হাজার টাকা করে বৃত্তি দেয়া হয়। বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে ১ম বর্ষ আভারগ্যাজুয়েট প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে সেমিনার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের উদ্যোগে ‘Harnessing the Youth Dividend: Strategic Imperatives for Bangladesh in a Changing World’ শীর্ষক এক সেমিনার গত ১৪ আগস্ট ২০২৫ অধ্যাপক মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা দিনব্যাপী সেমিনারের উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

ঐতিহাসিক জুলাই আমাদের

(১ম পৃষ্ঠার পর) উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, জুলাইয়ের যে কোন আলোচনা আমাদের কাছে ঋণ স্বীকারের একটি বড় উপলক্ষ্য। ৫ আগস্ট-এর পূর্বে আমরা কেউই জানতাম না যে, দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যমান একটি ভয়ানক রক্ত্রিবাবস্থার পতন হবে। তবুও জীবনের সর্বোচ্চ ঝুঁকি নিয়ে সেদিন আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে মাঠে ছিলাম। কিছু মানুষের চূড়ান্ত আত্মত্যাগের পরিণতি এই গণ-অভ্যুত্থান। কিছু মানুষ রক্ত দিয়ে আমাদের জন্য একটি সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। এই সুযোগকে প্রত্যেকের নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজে লাগাতে হবে। ঐতিহাসিক মাইলফলকের প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কিছু ডায়ালগ, সেমিনার, সম্মেলনসহ বিভিন্ন আয়োজনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এসব আয়োজনের উদ্দেশ্য একটিই, জুলাই যোদ্ধাদের

প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ঋণ স্বীকার করা। জুলাইয়ের প্রতি আমাদের সবার কৃতজ্ঞতা একইসূত্রে গাঁথা। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপর হামলা ও নির্ধাতনকারীদের বিচার প্রসঙ্গে উপাচার্য বলেন, দোষীদের বিচার নিশ্চিত করতে আইনগত সঠিক প্রক্রিয়ায় বৃহত্তর পরিসরে আমরা কাজ করছি। যাদের বিরুদ্ধে তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। যথায়থ সাক্ষ্য ও তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতেই আমরা দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করতে চাই। এজন্য কিছুটা সময় প্রয়োজন। তথ্য-প্রমাণসহ সার্বিক বিষয়ে প্রশাসনকে সহযোগিতা করার জন্য তিনি সকলের প্রতি অনুরোধ জানান।

উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐতিহাসিক জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রথম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে মাসব্যাপী সেমিনার সিরিজ আয়োজনের অংশ হিসেবে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।



শেখ মুজিবুর রহমান হলের জুলাই শহীদ স্মৃতি ভবনে ‘জুলাই সেন্টার’ এর উদ্বোধন ও তথ্যচিত্র প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ গত ২৮ জুলাই ২০২৫ এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

আইন বিভাগের ১ম বর্ষের অর্ধশত শিক্ষার্থীকে ৫ লাখ টাকার বৃত্তি প্রদান



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিভাগের ১ম বর্ষ আভারগ্যাজুয়েট প্রোগ্রামের ৫০জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে প্রথমবারের মতো ‘মুহাম্মদ শাহ আলম’ বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ গত ১৩ আগস্ট ২০২৫ বিভাগের কনফারেন্স রুমে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির টাকা তুলে দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিভাগের অ্যালামনাই আলহাজ্ব অ্যাডভোকেট মো. শাহ আলমের অর্থায়নে এই বৃত্তি প্রদান করা হয়।

আইন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. খুরশীদ আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইকরামুল হক বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. বোরহান উদ্দীন খান এবং দাতা আলহাজ্ব অ্যাডভোকেট মো. শাহ আলম অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী মোছা. সুমাইয়া খাতুন অনুভূতি প্রকাশ করেন।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ দাতাক্ ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এই বৃত্তিপ্রদান কার্যক্রম একটি অসাধারণ উদ্যোগ। বিভাগে এসে নব্বই বছর বয়সের একজন অ্যালামনাইয়ের বৃত্তি প্রদান করার উদ্যোগ খুবই প্রশংসনীয়। এটি সকলের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়। বিভাগের ঐতিহ্য ধারণ করে সমাজে সমতা ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, আলহাজ্ব অ্যাডভোকেট মোঃ শাহ আলম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিভাগের

চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. খুরশীদ আলমের পিতা। বিভাগের এই কৃতী অ্যালামনাই ১৯৬১ সালে এল.এল.বি প্রিলিমিনারি এবং ১৯৬২ সালে এল.এল.বি ফাইনাল পরীক্ষায় ১ম শ্রেণিতে ১ম স্থান অর্জন করেন।

শিক্ষার্থীদের এককালীন ১০হাজার টাকা করে এই বৃত্তি প্রদান করা হয়। বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন– মো. জাওয়াদ রায়হান, মুশাররাত জাহান খুশবু, মুবতাসিম ফুয়াদ মারুফ, মো. মুস্তাসিম বিল্লাহ, মোছা. রায়হান ইসলাম জারা, হাসিবুল হাসান, আছাদুল্লাহ বায়জিদ, প্রাজ্ঞী পাল অমি, আজিজুর রহমান, লাবিব আহসান রেদওয়ান, মো. জিহাদ প্রামানিক, তৈয়্যবা তাবাসসুম, দ্বীন ইসলাম দিপু, মোছা. আফসানা শারমিন, অনিক চন্দ্র দাস, মোসা. রিমি আক্তার, মো. রুহান সরকার, মো. আমিনুল ইসলাম, মেহেনাজ মোস্তফা তালুকদার, মো. আজমাঈন আব্বার, মো. তরিকুল ইসলাম সিয়াম, তানভির আহমেদ তারিফ, মোছা. উষা খাতুন, আলিশা নাওয়ার, ওসমান আলী, সাহারা ইসলাম সিথী, মোছা. সুমাইয়া খাতুন, মো. আ. রহমান আসিফ, মো. মহিউদ্দীন আজমান, সাইদুল্লোহা শাপলা, রাফি হাসনাত, মো. আরাক্ষাতুজ্জামান অর্থ, ফাহীম হাসান, সাদিয়া আফরিন, এম আব্বার খান মাহাথির, মুহাম্মদ কামরুল হুদা রিয়াজ, আবিদা রহমান মালিহা, লাবিবা খান, তাজনীম বাসরাত শশী, মো. সাকিব সামি, এস এম মারুফ সুকর্ণ, শুভাশীষ উর্রাঁও আকাশ, সামিরা সুলতানা, মো. রাফি মিয়া, আফনান ইবনে তাহের, মো. মাহির আহমেদ, ওয়াহিদুল ইসলাম, ইসরাত খন্দকার ঝিলিক, আনিকা তানজুম এবং মো. অনিক হাসান



ফার্মেসী অনুষদের ফার্মাক্রাবের উদ্যোগে prize giving ceremony আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে ফার্মাক্রাব আয়োজিত স্পোর্টস কার্নিভাল, সিনেফার্ম ২.০ এবং ফার্মা ব্রেইনিয়াক ১.০ এর বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। ফার্মেসী বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. জাকির আহমেদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ফার্মেসী বিভাগের ডিন অধ্যাপক ড. মো. সেলিম রজা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

রাজনৈতিক বিভাজন আমাদের মন খারাপ করে দিচ্ছে- উপাচার্য



উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বিভাজনের রাস্তা পরিহার করে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, গণ-অভ্যুত্থানের মাত্র এক বছরের মাথায় রাজনৈতিক বিভাজন আমাদের মন খারাপ করে দিচ্ছে। গত ৩০ জুলাই ২০২৫ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতিচারণ’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। জুলাই অভ্যুত্থানের প্রথম বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাসব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা এবং প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ স্মৃতিচারণ করেন। এছাড়া, সংগীত বিভাগের

তত্ত্বাবধানে জুলাইয়ের গান, আবৃত্তি এবং দেশাত্মবোধক গান পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন একাউন্টিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আল-আমিন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, জীবনের হুমকি সত্ত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এদেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও কলেজের শিক্ষার্থী, রিকশাওয়ালা, শ্রমিক, দিন-মজুরসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষ রাস্তায় নেমে আসে। সেদিন যারা মৃত্যুর মুখেও রাজপথে ছিলেন, তাদের প্রত্যেকের অবদানকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করছি। তিনি বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাস রচনা করতে প্রতিবারই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছে। সমাজের সকল স্তরের মানুষ সবসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে দাঁড়িয়েছে। আমরাও সমাজকে সঙ্গে নিয়ে সবসময় চলতে চাই। উপাচার্য জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও ঘটনা তুলে ধরেন এবং স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্যগুলো লিখিত আকারে প্রকাশের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি পেলেন ৭ শিক্ষার্থী

পড়াশোনায় অসাধারণ সাফল্যের জন্য গণিত বিভাগের ৭ জন শিক্ষার্থীকে ‘অধ্যাপক ড. মো. মোখলেসুর রহমান ট্রাস্ট ফান্ড’ বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গত ২৯ জুলাই ২০২৫ উপাচার্যের সভাকক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন।

বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, গণিত বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক শাপলা শিরিন, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. মো. আবদুল হালিম, গণিত বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ রিয়াজউদ্দিন মোল্লা এবং প্রয়াত অধ্যাপক ড. মো. মোখলেসুর রহমানের সহধর্মিণী মিসেস আমেনা আক্তার উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বৃত্তিপ্রাপ্তদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এ ধরনের বৃত্তি ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা জীবনের বড় ধরনের প্রাণ্তি। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মেধা ও সাফল্যের স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে। প্রয়াত অধ্যাপক ড. মো. মোখলেসুর রহমানের স্মৃতির

প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে উপাচার্য বলেন, সারা জীবনের সঞ্চয় দিয়ে তিনি এই ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেছিলেন। শিক্ষার্থীদের প্রতি একজন শিক্ষকের এই ভালোবাসার মূল্য বৃত্তিপ্রাপ্তদের অনুধাবন করতে হবে। এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে শিক্ষার্থীদেরও মানব কল্যাণে কাজ করতে হবে। সমাজের প্রতি কৃতজ্ঞ ও দায়বদ্ধ থাকার জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। উল্লেখ্য, গণিত বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. মো. মোখলেসুর রহমান ২০২২ সালের ১৬ নভেম্বর ৪০ লাখ টাকা দিয়ে এই ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেন। এই ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতি বছর গণিত বিভাগের বিএস (সম্মান) পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সিজিপিএ প্রাপ্ত একজন শিক্ষার্থীকে স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়। এছাড়া, বিভাগের ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বর্ষ বিএস (সম্মান) শ্রেণিতে অধ্যয়নরত ৭ জন শিক্ষার্থীকে এককালীন ২০হাজার টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হয়। এবছর ‘অধ্যাপক ড. মো. মোখলেসুর রহমান ট্রাস্ট ফান্ড’ বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলেন, মো. ফারদিন হাসান, মো. সীমান্ত ,মোছাঃ ইসরাত ইয়াসমিন ইভা, মোছাঃ জান্নাতি খাতুন, মো. আবদুল্লাহ শাদীদ চৌধুরী, শারমিন পারভীন এবং মো. সাকিব আল হেলাল।

২৪তম চীনা ভাষা দক্ষতা প্রতিযোগিতায় ঢাবি শিক্ষার্থীদের ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান লাভ



‘চীনা সেতু’ শীর্ষক বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ২৪তম চীনা ভাষা দক্ষতা প্রতিযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অর্জন করেছে। সম্প্রতি নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। গত ০৪ আগস্ট উপাচার্য কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, এই প্রতিযোগিতার প্রাথমিক পর্বে দেশের বিভিন্ন পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬০জন প্রতিযোগী অংশ নেয়। এর মধ্যে শীর্ষ ১০ জন শিক্ষার্থী মূল পর্বে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে। শীর্ষ ১০ জনের মধ্যে ৫ জনই ছিলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চীনা ভাষা ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষার্থী। প্রশ্ন-উত্তর পর্ব ও হাঙ্গি লেখা, চীনা ভাষায় বক্তৃতা এবং সাংস্কৃতিক মেধা প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রতিযোগিতার ৩টি পর্ষায়ে শিক্ষার্থীদের চীনা ভাষার দক্ষতা যাচাই করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চীনা ভাষা ও সংস্কৃতি বিভাগের ৫ জন শিক্ষার্থী এক্ষেত্রে বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন

করে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করে।

চীনা বাদ্যযন্ত্র ও সংগীত পরিবেশন করে ১ম পুরস্কার অর্জন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চীনা ভাষা ও সংস্কৃতি বিভাগের ২০২১-২০২২ সেশনের শিক্ষার্থী মোঃ বাঈশ শেখ। চীনা ক্যালিগ্রাফি ও নৃত্য এবং চীনা অপেরা প্রদর্শন করে ২য় পুরস্কার অর্জন করেন ২০১৯-২০২০ সেশনের শিক্ষার্থী সাদিয়া খান ও উম্মে শামস মোছাঃ জান্নাতুন নাহার। ২০১৯-২০২০ সেশনের শিক্ষার্থী মোঃ আদনান সাকিব এবং ২০২০-২০২১ সেশনের শিক্ষার্থী তাসনিয়া ইসলাম পাপড়ি চীনা বাদ্যযন্ত্রের তালে চীনা ছড়া এবং চীনা চিত্রাঙ্কন করে ৩য় পুরস্কার অর্জন করেন।

উল্লেখ্য, ১ম পুরস্কার অর্জনকারী মোঃ বাঈশ শেখ চীনে অনুষ্ঠেয় আন্তর্জাতিক পর্ষায়ে “চীনা-সেতু” প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে এবং স্কলারশিপ নিয়ে চীনে অধ্যয়ন করার সুযোগ পাবে। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আবছার কামাল উপস্থিত ছিলেন।

‘অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন পদক’

(১ম পৃষ্ঠার পর) পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং কাজী মোতাহার হোসেন ফাউন্ডেশন যৌথভাবে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করে। কাজী মোতাহার হোসেন ফাউন্ডেশনের সভাপতি অধ্যাপক আবদুল মাজেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে পরিসংখ্যান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. জাফর আহমেদ খান বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. ভীষ্মদেব চৌধুরী “যুগ পরম্পরায় কাজী মোতাহার হোসেন” শীর্ষক স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন। কাজী মোতাহার হোসেন ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক কাজী রওনাক হোসেন অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন। পদকপ্রাপ্তরা হলেন- পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষার্থী উম্মে নাস্দ্দমা ইসলাম, জান্নাতুল ফেরদৌস, মো. মুদাচ্ছির হোসেন আকিব, ভৃগ্ণা সাহা, তাসমিয়া আফরিন এমা ও শায়েরা আক্তার এবং আইএসআরটি-এর শিক্ষার্থী রাসেল বিশ্বাস, আওয়ান আফিয়াজ, তাসনীম আরা, তরিকুল ইসলাম ও মো. মুহিতুল আলম। অনুষ্ঠানে বিএস সম্মান পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারী ১৩জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়। বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলেন- পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষার্থী বিকাশ পাল, মো. মুদাচ্ছির হোসেন আকিব, উম্মে নাস্দ্দমা ইসলাম, নওশীন তাবাসসুম সোহানা, বুবানা তানভিয়া, ফারজানা জামান ও নুসরাত জাহান এবং আইএসআরটি-এর শিক্ষার্থী রাসেল বিশ্বাস, আওয়ান আফিয়াজ, তরিকুল ইসলাম, মো. মুহিতুল আলম, ফারিয়া রউফ রিয়া ও আতিকা অবনী। এছাড়া, রচনা প্রতিযোগিতায় নুসাইবা হাকিম দিয়া ১ম, অনসূয়া কর্মকার ২য় এবং সুমাইয়া জাহান ৩য় হয়েছেন।

ঢাবি তথ্য কেন্দ্রের সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ পদক্ষেপ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য কেন্দ্রের সেবার মান বৃদ্ধি এবং তথ্য কেন্দ্রকে আরও শিক্ষার্থীবান্ধব করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের দু’জন শিক্ষার্থীকে সেবা প্রদান কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এই দু’জন শিক্ষার্থী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিসসহ প্রশাসনিক ভবনের বিভিন্ন অফিসের সঙ্গে সমন্বয় করে সেবা গ্রহীতাদের হালনাগাদ তথ্য প্রদান করছেন। উল্লেখ্য, জনসংযোগ দফতরের সার্বিক তত্ত্বাবধানে তথ্য কেন্দ্রটি পরিচালিত হচ্ছে। সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে তথ্য কেন্দ্রে একটি পরামর্শ বাস্তব স্থাপন করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, ট্রাস্ট্রেন্ট, সার্টিফিকেট ও মার্কশিটসহ বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জরুরি অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য ইতোমধ্যেই প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন)-অফিসের ডেপুটি রেজিস্ট্রার আমিনুল ইসলামকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। জরুরি প্রয়োজনে শিক্ষার্থীরা ই-মেইল: servicesupport@du.ac.bd অথবা হোয়াটসঅ্যাপ: ০১৭৯৭-৪৯০৫৭৫ (শুধু মেসেজের জন্য) নম্বরে যোগাযোগ করতে পারবেন।

আন্তঃবিভাগ বাল্কেটবল প্রতিযোগিতায় সাংবাদিকতা বিভাগ চ্যাম্পিয়ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তঃবিভাগ বাল্কেটবল প্রতিযোগিতায় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ ৫১-৪৩ পেয়েটে ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। গত ১১ আগস্ট ২০২৫ শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের জিমেনেশিয়ামে এই প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের উপদেষ্টা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাল্কেটবল কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. এস এম মোস্তফা আল মামুন প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক এস এম জাকারিয়া স্বাগত বক্তব্য দেন। কেন্দ্রের উপ-পরিচালক ও বাল্কেটবল প্রতিযোগিতার ইনচার্জ মো. আজাদ রহমান অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন। এসময় বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের খেলোয়াড় অনিরুদ্ধ তালুকদার বর্ণ ১১৫ স্কোর করে এই প্রতিযোগিতায় সর্বোচ্চ স্কোরার হন। এছাড়া, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের আকিব হাসান প্রতিযোগিতার সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার পেয়েছেন। উল্লেখ্য, গত ২২ মে ২০২৫ থেকে শুরু হওয়া এই প্রতিযোগিতায় ৩৯টি বিভাগ ও ইনস্টিটিউট অংশ নেয়।

‘১ম বর্ষ আভারথ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের’ শিক্ষার্থীদের পরিচিতি সভা



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ম বর্ষ ‘আভারথ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের’ শিক্ষার্থীদের পরিচিতি সভা সম্প্রতি ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র-নির্দেশনা ও পরামর্শদান দফতরের পরিচালক অধ্যাপক ড. মেহজাবীন হক পরিচিতি সভাগুলোতে সভাপতিত্ব করেন।

কলা অনুষদ, আইন অনুষদ এবং ফার্মেসী অনুষদ কলা অনুষদ, আইন অনুষদ এবং ফার্মেসী অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহের ১ম বর্ষ ‘আভারথ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের’ শিক্ষার্থীদের পরিচিতি সভা গত ১২ আগস্ট অনুষ্ঠিত হয়। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা এবং প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন। কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান, আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইকরামুল হক এবং ফার্মেসী অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. সেলিম রেজা অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন। থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের জয়িতা জেনেন প্রিয়তী, আইন বিভাগের তাজনীর বাসরাত শশী এবং ফার্মেসী বিভাগের মারুফ হাসান শিক্ষার্থীদের পক্ষে অনুভূতি প্রকাশ করেন। এসময় বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান ও ছাত্র-উপদেষ্টাগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিজ্ঞান অনুষদ, জীববিজ্ঞান অনুষদ, আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদ

বিজ্ঞান অনুষদ, জীববিজ্ঞান অনুষদ, আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহের পরিচিতি সভা গত ১৩ আগস্ট অনুষ্ঠিত হয়। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. এনামুল হক, আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. কাজী মতিন উদ্দিন আহমেদ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. উপমা কবির শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন। পরিসংখ্যান বিভাগের মোহাম্মদ তাহমিন ফারহান, প্রাণিবিদ্যা বিভাগের মুনমুন আক্তার, রোবটিক্স এন্ড মেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের আল নাহিন ইবনে সিদ্দিক এবং আবহাওয়া বিজ্ঞান বিভাগের মো. ফারহান সাদিক নবীন শিক্ষার্থীদের পক্ষে অনুভূতি প্রকাশ করেন।

বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ, চারুকলা অনুষদ ও ইনস্টিটিউট

বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ ও চারুকলা অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহ এবং বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের পরিচিতি সভা গত ১০ আগস্ট অনুষ্ঠিত হয়।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের

ডিন অধ্যাপক ড. মাহমুদ ওসমান ইমাম, চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আজহারুল ইসলাম শেখ এবং প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। নবীন শিক্ষার্থীদের পক্ষে অর্গ্যানাইজেশন স্ট্র্যাটেজি এন্ড লিডারশীপ বিভাগের ফারহা তাসফিন ইলমা, শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগের তাসফিয়াহ্ তাসনিম এবং পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের নাজিয়া ইসলাম বক্তব্য দেন।

সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ও ইনস্টিটিউট

সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহ এবং ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের পরিচিতি সভা গত ১১ আগস্ট অনুষ্ঠিত হয়। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন। এছাড়া, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. তৈয়েবুর রহমান এবং প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। ক্রিমিনোলজি বিভাগের মুনতাহা হোসেন এবং লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউটের নিশাত সাল সাবিল নবীন শিক্ষার্থীদের পক্ষে অনুভূতি প্রকাশ করেন।

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ১ম বর্ষ ‘আভারথ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের’ শিক্ষার্থীদের বরণ অনুষ্ঠান গত ২৬ আগস্ট আর সি মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. ছানাউল্লাহ’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। স্বাগত বক্তব্য দেন বিভাগের ছাত্র উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম। বিভাগের ১ম বর্ষের শিক্ষার্থী মো. আশিকুর রহমান আফফান ও আনজুমান আরা অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ

নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ১ম বর্ষ ‘আভারথ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের’ শিক্ষার্থীদের বরণ ও স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান গত ২৮ আগস্ট কাজী মোতাহার হোসেন ভবন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. অনিমেঘ পালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. উপমা কবির বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থী আব্বার তামিম ও মারজানা তাসনিম অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে ১ম বর্ষের শিক্ষার্থীদের ফুল ও ক্রেস্ট দিয়ে বরণ করা হয়।



বাংলাদেশ এবং কোরিয়ার সাংস্কৃতিক বন্ধন আরও জোরদার করার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ১৭ আগস্ট ২০২৫ ‘কোরিয়ান সাংস্কৃতিক দিবস’ উদ্‌যাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ চত্বরে দিনব্যাপী নানা কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এসব কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

সম্পাদক: মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: ফররুখ মাহমুদ, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম তাসমিন ও মো. আবু বকর সিদ্দিক

ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও নাসির আহমেদ তুষার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে মুদ্রিত। ফোন: ৫৫১৬৭৭১৯, ৯৬১৬৯০০-৫৯/৪১০০, ০১৫৫২৩২২১৩৮